JESUS REDEEMS MINISTRIES

যুব প্রবণতা

জুন ২০২৬

"যখন আপনি পবিত্রতা ও বাধ্যতার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করবেন, তখন আপনি একজন..."

উপচে পড়া পাত্র...

ভূমিকা

প্রিয় যুব হৃদয়গণ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা!

ঈশ্বর আমাদের জীবনকে উপচে পড়া আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করতে চান। কিন্তু অনেক সময় আমরা সেই আশীর্বাদ গুলো থেকে বঞ্চিত হই, কারণ সেগুলো গ্রহণ করার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি না।

প্রভুর নিয়মের সিন্দুক (Ark of the Lord) তিন মাস ধরে ওবেদ-ইদোমের গৃহে ছিল। এই তিন মাসে ঈশ্বর শুধু ওবেদ-ইদোমের পরিবারকেই নয়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেও আশীর্বাদ করেছিলেন।

যে নিয়মের সিন্দুক একসময় এক মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, সেটিই পরে অসাধারণ আশীর্বাদের উৎস হয়ে উঠল! কেন? কারণ "ঈশ্বর ওবেদ-ইদোমকে আশীর্বাদ করেছিলেন।" এমন আশীর্বাদের কারণ কী ছিল?

1 ওবেদ-ইদোম ঈশ্বরের নিয়মের সিন্দুককে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছিলেন।

উষ নিয়মের সিন্দুককে সাধারণ জিনিসের মতো ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, নিজের ইচ্ছামতো এটিকে স্পর্শ বা পরিচালনা করা যায়। এর ফল ছিল ভয়াবহ। কিন্তু ওবেদ-ইদোম গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তির সঙ্গে সিন্দুকের যত্ন নিয়েছিলেন। তাই তাঁর জীবনে মহান আশীর্বাদ নেমে এসেছিল।

২ ২. ওবেদ-ইদোম বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিজের গৃহে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

উষের মৃত্যুর পর মানুষ সিন্দুকের কাছে যেতে ভয় পেত। তারা ভয়ে সেটি থেকে দূরে থাকত। কিন্তু ওবেদ-ইদোম কোনো ভয় ছাড়াই, পূর্ণ বিশ্বাসে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিলেন। যখনই আপনি ঈশ্বর ও তাঁর উপস্থিতিকে প্রথম স্থান দেবেন, তখন নিশ্চিত ফল হবে আশীর্বাদ।

3 ঈশ্বরের উপস্থিতির কাছে নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আসুন।

যারা শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির কাছে আসে, তারা পুরস্কার ও উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যারা অহংকার ও বাহ্যিক ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তাদের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতি ভয়, পাপবোধ ও বিচারের স্থান হয়ে ওঠে।

আজও ঈশ্বর যুবসমাজকে আশীর্বাদ করতে চান। কিন্তু ওবেদ-ইদোমের মধ্যে যে শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রেম, নম্রতা এবং ঈশ্বরভীতি ছিল, যদি সেই একই গুণ আপনার মধ্যেও থাকে, তবে আপনিও সীমাহীন, উপচে পড়া আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্বদা আপনাদের সঙ্গে থাকুক!

খ্রীষ্টের সেবায়,
মোহন সি. লাজারুস

চ্যালেঞ্জের শিখরে!

প্রিয় তরুণ সফলতা প্রত্যাশীরা, তোমাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ আমাদের খুঁজে আসে না। আমরা যদি শুধু "সঠিক সুযোগের" জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, তবে মূল্যবান সময় হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন আমরা সাহস করে সুযোগের খোঁজ করি—অথবা নিজেরাই সুযোগ তৈরি করি—তখন আমরা সাফল্যের অবিশ্বাস্য উচ্চতায় পৌঁছাতে পারি।

এখানে এমন একজন মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক জীবনের গল্প রয়েছে, যিনি নিজের সুযোগ নিজেই তৈরি করেছিলেন এবং বিশ্বের কাছে এক শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন।

জন ক্রোনিনের জীবন কখনোই সহজ ছিল না। তিনি ডাউন সিনড্রোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে এমন অনেক সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যা অনেকেই বুঝতে পারতেন না। তবুও তিনি কখনো নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাননি।

স্কুল শেষ করার পর জন অন্য সবার মতো চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। কিন্তু যে চাকরিগুলো তিনি পেলেন, তার কোনোটিই তাঁকে সত্যিকারের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তখন তিনি একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন: "আমি আর চাকরি খুঁজব না—আমি নিজেই একটি চাকরি তৈরি করব!" তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে মিলে একটি ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেমন একটি মজার জিনিসের দোকান এবং একটি ফুড ট্রাক ব্যবসা। কিন্তু কোনোটিই সফল হয়নি। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও জন কখনো হাল ছাড়েননি।

অবশেষে, রঙিন মোজার প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি John's Crazy Socks নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ সেখানেই শেষ হয়নি। ব্যবসা শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই তাদের ওয়েবসাইট বিকল হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই আশা ছেড়ে দিত। কিন্তু জন এবং তাঁর দল হাল না ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্ডার আসতে শুরু করে। সেই মুহূর্তটিই ছিল তাদের অসাধারণ সাফল্যের যাত্রার প্রথম ধাপ। এরপর ব্যবসাটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জনের স্বপ্ন শুধু অর্থ উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর আয়ের একটি অংশ স্পেশাল অলিম্পিকস-এ দান করেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। সচেতনতা মূলক নকশার মোজা তৈরি করে তিনি সমাজে সচেতনতা, ইতিবাচক বার্তা এবং অনুপ্রেরণাও ছড়িয়ে দেন।

প্রিয় তরুণ পাঠক-পাঠিকারা, এই গল্পটি পড়ে একটি বিষয় সবসময় মনে রেখো: ডাউন সিনড্রোম জনের জীবনে অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, কিন্তু তিনি কখনোই এটিকে নিজের পরিচয় বা সীমাবদ্ধতা হতে দেননি। বরং তিনি সেই চ্যালেঞ্জকেই নিজের বিজয়ে পরিণত করেছিলেন। তিনি শুধু নিজের জীবনই বদলে দেননি—তিনি অসংখ্য মানুষের জন্য আশা, সাহস এবং অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন।

শরীরের সীমাবদ্ধতা প্রকৃত সমস্যা নয়; প্রকৃত সীমাবদ্ধতা হলো মনের সীমাবদ্ধতা। মন যদি হাল ছেড়ে দেয়, তবে উন্নতির পথও বন্ধ হয়ে যায়। তাই আসুন, আমরাও নিজের পথ নিজেরাই তৈরি করি, সাহসের সঙ্গে সেই পথে এগিয়ে চলি এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাই - যেমন ভাবে জন ক্রোনিন এগিয়ে ছিলেন।

লক্ষ্যপানে যাত্রা...

আপনি কি ভাই ফেলিক্সের অনুপ্রেরণা-দায়ক জীবনযাত্রার গল্প শুনতে চান—যিনি একাধিক প্রচেষ্টার পর UPSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে একজন রেলওয়ে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত? আসুন, তাঁর মুখ থেকেই সেই গল্প শুনি।

আপনার শৈশব ও পড়াশোনা সম্পর্কে বলুন।

আমি থুথুকুড়ির মেলাপালায়ম নামে একটি ছোট গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে উঠেছি। আমি আমার পরিবারের একমাত্র ছেলে। আমাকে একটি ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলে ভর্তি করাতে এবং ভালো শিক্ষা দিতে আমার বাবা-মাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

সত্যি বলতে, নবম শ্রেণি পর্যন্ত আমি পড়াশোনার ব্যাপারে খুব একটা সিরিয়াস ছিলাম না। সেই সময় স্কুলে পরিচালিত একটি প্রার্থনা দলে যোগ দিই এবং নিয়মিত প্রার্থনা করতে শুরু করি। আমার বাবা-মাও আমাকে প্রার্থনা করতে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করতেন। ধীরে ধীরে সবকিছু বদলাতে শুরু করল।

দশম শ্রেণিতে আমি দুটি বিষয়ে শতভাগ নম্বর (সেন্টাম) পাই। দ্বাদশ শ্রেণিতে গণিতে শতভাগ নম্বর পেয়ে স্কুলের সেরা ছাত্র (স্কুল টপার) হই। এরপর আমি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হই—যে বিষয়টি আমি সত্যিই ভালোবাসতাম—এবং স্বর্ণপদকসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি।

ছোটবেলা থেকেই গাড়ির প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। খুব অল্প বয়স থেকেই আমি অটোমোবাইল ক্ষেত্রে নতুন নকশা ও উদ্ভাবন করার স্বপ্ন দেখতাম, আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পড়াশোনা করেছি।

তাহলে কি আপনার শৈশবের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল? জীবন কি সেই দিকেই এগিয়েছিল?

আমি একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার এবং ধাপে ধাপে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতাম। আমি অনেক প্রতিষ্ঠানে জীবনবৃত্তান্ত (রিজিউমে) পাঠিয়েছিলাম এবং বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারেও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হতো—

“এই প্রতিষ্ঠানে আপনাকে সুপারিশ করার মতো কাউকে কি আপনি চেনেন?”

আমার কোনো সুপারিশ ছিল না, কোনো প্রভাবশালী পরিচিতি ছিল না, এমনকি অর্থও ছিল না। আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কোভিডের সময় “Let’s Pray” প্রার্থনা অনুষ্ঠান দেখার সময় আমি ঈশ্বরের কাছে কেঁদে প্রার্থনা করে বলতে শুরু করেছিলাম— “প্রভু, আপনিই আমাকে সুপারিশ করবেন। আপনি আমাকে একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে তুলে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্বর্ণপদকজয়ী করেছেন। তাহলে এখন আমি এত কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি কেন? আমি কী ভুল করেছি?”

ঠিক তখনই ঈশ্বর আমার হৃদয়ে গভীরভাবে কথা বললেন: “তুমি সবকিছুর জন্য আমার কাছে চেয়েছ, কিন্তু তোমার জীবনের জন্য আমার ইচ্ছা কী—সেটা কখনও জানতে চাওনি।”

সেদিন থেকে আমি প্রতিদিন আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করি। একদিন ঈশ্বর স্পষ্টভাবে আমাকে বললেন, “আমি তোমাকে একজন মহান কর্মকর্তা বানাব।”

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলাম। প্রশাসন বা সিভিল সার্ভিসের প্রতি আমার কোনো আগ্রহই ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু বলেছিলেন, ধীরে ধীরে আমি নিশ্চিত হলাম যে আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এবং IAS বা IPS হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

দারুণ! তাহলে কি ঈশ্বর আপনাকে UPSC-তে সফল হতে সাহায্য করেছিলেন?

যখন আমি UPSC-এর প্রস্তুতি নিয়ে প্রার্থনা করছিলাম, তখন ঈশ্বর তাঁর দাসদের মাধ্যমে আমাকে নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করি।

আমার প্রথম চেষ্টাতেই আমি প্রিলিমস ও মেইনস পাস করি এবং ইন্টারভিউ পর্যন্ত পৌঁছে যাই।

আমি ভাবলাম, “ঈশ্বর আমাকে এত সুন্দরভাবে এখানে পর্যন্ত এনেছেন—এবার নিশ্চয়ই সফল হব!”

কিন্তু ইন্টারভিউতে মাত্র ১০–১৫ নম্বরের জন্য আমি ব্যর্থ হলাম।

সেই ব্যর্থতা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কেন ঈশ্বর আমাকে বিজয়ের এত কাছে এনে আবার হতাশার মুখোমুখি হতে দিলেন। তবে যেহেতু এটা আমার প্রথম চেষ্টা ছিল, তাই সেই কষ্ট সহ্য করতে পেরেছিলাম।

আমি আবার প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, আরও তিনবার ইন্টারভিউ পর্যায়েই আমি ব্যর্থ হলাম।

আত্মীয়স্বজন ও আশেপাশের মানুষের অপমানজনক কথাগুলো আমার কষ্টকে অসহনীয় করে তুলেছিল। আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলাম এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর ২০২৫ সালে ঈশ্বর আবার আমার সঙ্গে কথা বললেন: “আমি তোমাকে আবার আনন্দ ও উল্লাস দেখাব। আর একবার চেষ্টা করো।”

সত্যি বলতে, আমি আবার ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু আমাকে আর একবার চেষ্টা করতে বলেছিলেন, তাই আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করলাম।

এবার ঈশ্বর আমাকে সফলতা দিলেন। আজ তিনি আমাকে উন্নীত করেছেন এবং রেলওয়ে অফিসার পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

বাহ! অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে UPSC—এই পরিবর্তনটা কীভাবে হলো?

কলেজ শেষ করার পর আমি একটি খুব কঠিন চাকরি করছিলাম। কোভিডের আগে আমাদের গ্রামে কল্যাণমূলক প্রকল্প দেখতে জেলা শাসক (District Collector) এসেছিলেন।

তাকে দেখে আমার বাবা আমাকে বললেন, “তুমিও কেন একজন কালেক্টর হতে পারবে না?”

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম, “ওটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটা...”

"...এটা অত্যন্ত কঠিন ছিল।" কিন্তু একই সময়ে ঈশ্বরও আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে আমি আমার জীবনের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে শুরু করি। আমি আমার বাবার স্বপ্নও পূরণ করতে চেয়েছিলাম, আর সেটাই UPSC-এর প্রস্তুতি শুরু করার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

UPSC-এর প্রস্তুতির সঙ্গে চাপ, ব্যর্থতা ও অপমান জড়িয়ে থাকে। আপনি কীভাবে এসব অতিক্রম করলেন?

যদি বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং-সম্পর্কিত হতো, তাহলে আমি অধ্যাপক বা বন্ধুদের কাছে পরামর্শ চাইতে পারতাম। কিন্তু আমার পরিবারে আগে কখনও কেউ সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়াশোনা করেনি। আমি আমাদের পরিবারের প্রথম সিভিল সার্ভেন্ট হয়েছি। আমাকে পথ দেখানোর মতো সত্যিই কেউ ছিল না।

আমি যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলাম কী করা উচিত, তখন তিনি কিছু মানুষ এবং বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করলেন, যারা আমাকে কীভাবে শুরু করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন।

আমি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় (Self-study) প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। প্রথম পর্যায়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন।

প্রস্তুতির সময় কিছু মানুষ আমাকে কষ্ট দিয়ে বলত, "এই পরীক্ষার জন্য সবাই যোগ্য নয়।"

তাদের সেই কথাগুলো আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন বলেই আমি প্রতিটি অপমান ও নিরুৎসাহকে জয় করতে পেরেছি।

সবশেষে, আজকের তরুণ-তরুণীদের জন্য আপনি কী বলতে চান?

UPSC-এর দিকে তাকিয়ে কখনও ভাববে না, "এটা অসম্ভব।" এটি এমন একটি পরীক্ষা, যা মেধা ও অধ্যবসায়কে যাচাই করে।

এই পরীক্ষায় সফল হতে আমার পাঁচ বছর সময় লেগেছিল।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখো। আগের বছরের প্রশ্নপত্রগুলো পড়ো—এগুলো তোমাকে অসাধারণ স্পষ্ট ধারণা ও নতুন ভাবনা দেবে।

যারা নতুন প্রস্তুতি শুরু করছে, তারা শুরুতেই অসংখ্য ভিডিও ও লিংকের ভিড়ে হারিয়ে যেও না।

প্রথমে বই পড়ে একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করো।

স্বপ্নের পথে চলা কখনোই সহজ নয়। সেখানে কষ্ট, বিলম্ব, হতাশা এবং এমন অনেক মুহূর্ত আসবে যখন মনে হবে কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না।

কিন্তু যখন তুমি ঈশ্বরকে জীবনে প্রথম স্থান দেবে এবং তাঁকে তোমার পরামর্শদাতা (Counselor) হতে দেবে, তখন তিনি কখনোই তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না।

তিনি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবেন এবং তোমার স্বপ্ন পূরণ করবেন।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা,

যখন তোমরা একটি স্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা করো, তখন ক্লান্তি তোমাদের ওপর তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ভাই ফেলিক্স বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঠিক এভাবেই সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কখনও তাঁর স্বপ্নের পেছনে ছোটা বন্ধ করেননি।

তাই ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত হয়ো না।

তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকো।

একদিন তোমার জীবনের এই যাত্রাই অন্য কারও জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমরা সবাই কেমন আছ? ‘বিজ্ঞান ও বাইবেল’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

আজ আমরা এমন একটি বিষয় দেখব, যার অন্যদের রক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে।

তুমি যদি একটি আপেল কেটে কিছুক্ষণ খোলা অবস্থায় রেখে দাও এবং না খাও, তাহলে কী হয়? মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এটি বাদামি রঙ ধারণ করতে শুরু করে, তাই না? কিন্তু যদি কাটা আপেল সঙ্গে সঙ্গে লবণ মেশানো জলে রাখা হয়, তবে এটি দীর্ঘ সময় সতেজ থাকে এবং এর রঙ পরিবর্তন হয় না।

কেন এমন হয়?

যখন একটি আপেল কাটা হয়, তখন বাতাসের অক্সিজেন তার কাটা অংশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, ফলে সেটি বাদামি হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে জারণ (Oxidation) বলা হয়।

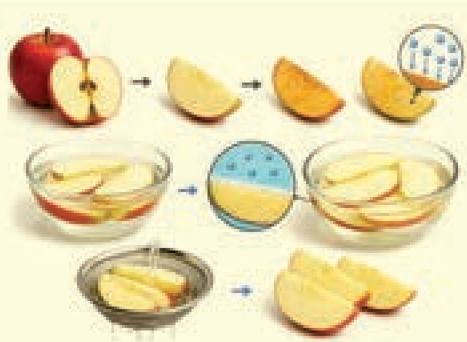

কিন্তু আপেলকে যখন লবণ জলে রাখা হয়, তখন লবণ আপেলের চারপাশে একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে। এর ফলে অক্সিজেন আপেলের গায়ে সহজে পৌঁছাতে পারে না। এছাড়াও, লবণ সেই এনজাইমের কার্যকলাপ ধীর করে দেয়, যা রঙ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ফলে আপেলের টুকরোগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতেজ, উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় থাকে। পরে এগুলো ধুয়ে খেলে কোনো নোনতা স্বাদও থাকে না।

একইভাবে, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদেরও লবণের মতো হতে হবে—পৃথিবীর কলুষতা থেকে অন্যদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের পবিত্রতার পথে পরিচালিত করতে হবে।

এবার দেখা যাক, লবণ পানিতে কেন দ্রবীভূত হয়?

লবণ একটি আয়নিক যৌগ, যার রাসায়নিক নাম NaCl (সোডিয়াম ক্লোরাইড)। অন্যদিকে, জল H_2O (জল) অণু দিয়ে গঠিত।

যখন লবণ জলে মেশানো হয়, তখন সোডিয়াম (Na) ও ক্লোরাইড (Cl)-এর মধ্যকার বন্ধন ভেঙে যায়। এরপর এই কণাগুলো জলের অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। সোডিয়াম জলের অক্সিজেন অংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর ক্লোরাইড জলের হাইড্রোজেন অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এ কারণেই লবণ সম্পূর্ণরূপে জলে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং আমাদের চোখে কেবল জলই দেখা যায়।

একইভাবে, যখন আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে কাজ করার সুযোগ দিই, তখন জগতের সঙ্গে আমাদের যে বন্ধন রয়েছে, তা ভেঙে যেতে শুরু করে। আমরা তাঁর আরও নিকটবর্তী হই, তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকি এবং ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাব আমাদের জীবনে প্রকাশ পেতে থাকে। তখন আমাদের জীবন দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। আমরা সম্মানের পাত্রে পরিণত হই, যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহন ঈশ্বরের দ্বারা শক্তিশালীভাবে ব্যবহৃত হয়েছিলেন।

এই কারণেই যীশু মথি ৫:১৩ পদে বলেছেন, “তোমরা পৃথিবীর লবণ।”
অতএব, আসুন আমরা লবণের মতো হই—মানুষকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করি, প্রভুর মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখি এবং আমাদের জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীর কাছে যীশুকে প্রকাশ করি।

(To be continued...)

উপচে পড়া আশীর্বাদ!

আজকের তরুণ প্রজন্মের একটি সাধারণ প্রত্যাশা

“আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই—একটি ভালো চাকরি পেতে চাই, ভালো উপার্জন করতে চাই, সমাজে মর্যাদা অর্জন করতে চাই—আর এসবই যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়।”

এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তব হলেও এর আরেকটি দিক রয়েছে—ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়, উদ্বেগ এবং সেই চিরচেনা প্রশ্ন, “আমার প্রয়োজনগুলো কবে পূরণ হবে?”

কিন্তু সত্য হলো, ঈশ্বর আপনার ভবিষ্যৎকে আশীর্বাদে পরিণত করতে সক্ষম। আশীর্বাদ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; এটি প্রায়ই আপনার বিশ্বাস, আনুগত্য ও পরিশ্রমের ফল।

যা আছে, সেখান থেকেই শুরু করুন

এলীশায়ের সময়ে একজন বিধবা ছিলেন, যার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। ঋণের কারণে পাওনা দারেরা তাঁর দুই ছেলেকে দাস হিসেবে নিয়ে যেতে এসেছিল। অসহায় অবস্থায় তিনি এলীশায়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। এলীশায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমার ঘরে কী আছে?" (২ রাজাবলি ৪:২) তিনি উত্তর দিলেন, "কিছুই নেই... শুধু এক ছোট পাত্র তেল আছে।" তিনি আন্তরিক ভাবে তাঁর সামান্য যা ছিল, তা ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাই ঈশ্বর সেই এক পাত্র তেলকে এমনভাবে আশীর্বাদ করলেন যে অনেক পাত্র তেলে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ল।

ঠিক তেমনি, আপনার যা কিছু আছে—আপনার দক্ষতা, শিক্ষা, প্রতিভা—সব ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করুন। তিনি সেগুলোকে প্রাচুর্যে পরিণত করতে পারেন। কখনো ভুলবেন না, আশীর্বাদ সবসময় শুরু হয় আপনার বর্তমান যা আছে, তা দিয়েই।

সেই বিধবা ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে খালি পাত্র জড়ো করেছিলেন এবং পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও আনুগত্যের ফলেই ঈশ্বর প্রতিটি পাত্র উপচে পড়া পর্যন্ত পূর্ণ করেছিলেন।

যখন পরিশ্রমও শূন্য মনে হয়

জীবনে এমন সময় আসে, যখন যতই চেষ্টা করুন না কেন, কেবল ব্যর্থতারই মুখোমুখি হতে হয়। তখন সাফল্য অনেক দূরের মনে হয়।

পিতর এবং তাঁর সঙ্গীরাও সারারাত মাছ ধরেও কিছুই পাননি। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও নৌকা খালি ছিল।

কিন্তু যখন তারা তাদের নৌকায় যীশু খ্রীষ্টের জন্য স্থান দিল এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গভীর জলে গিয়ে জাল ফেলল, তখন সবকিছু বদলে গেল। তাঁদের জাল এত মাছে ভরে গেল যে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, আর উভয় নৌকাই মাছে উপচে পড়ল।

আপনার জন্য একটি বার্তা

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, আপনার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে হতাশ হবেন না। আপনার যা আছে তা ঈশ্বরের হাতে ব্যবহার করুন এবং তাঁর পরিচালনা অনুসরণ করুন। তাহলে তিনি আপনার জীবনকে অনেকের জন্য আশীর্বাদের কারণ করে তুলতে পারেন।

যখন আপনি কেবল নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা বন্ধ করবেন এবং ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর পরিচালনাকে মূল্য দিতে শুরু করবেন, তখন আপনার জীবনে উপচে পড়া আশীর্বাদ দেখতে শুরু করবেন।

আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের গণ্ডি (Comfort Zone) থেকে বেরিয়ে আসুন। যদি আপনি শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গায় থাকেন, তবে মহান আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন না। সেটা আপনার পড়াশোনা, প্রতিভা, কর্মজীবন বা আধ্যাত্মিক জীবন—যাই হোক না কেন, যদি আপনি উপচে পড়া আশীর্বাদ চান, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার জীবনের নৌকায় যীশু আছেন। তখনই আপনি সত্যিকার অর্থে পূর্ণ ও উপচে পড়া জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

যীশুর মতো উপচে পড়া অভিষেক

"কারণ যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কেননা ঈশ্বর তাঁকে সীমাহীন ভাবে আত্মা দান করেন।"
— যোহন ৩:৩৪

শুধুমাত্র তখনই, যখন অভিষেক তোমার জীবনে উপচে পড়বে, পবিত্র আত্মা তোমাকে প্রার্থনায় বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মাই আমাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রেম ঢেলে দেন। তিনিই আমাদের অন্তরে যীশুর নম্রতা গড়ে তোলেন। তিনিই আমাদের আত্মায় খ্রীষ্টের সহানুভূতি জন্ম দেন। পবিত্র আত্মাই আমাদের শক্তি দেন, যাতে আমরা যীশুর মতো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারি। তিনিই আমাদের পিতার ইচ্ছা বুঝতে ও তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন।

অতএব, আমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে হবে। যেমন পিতা যীশুকে সীমাহীন ভাবে পবিত্র আত্মা দিয়েছিলেন, তেমনি তিনি আমাদেরও প্রাচুর্যপূর্ণ ভাবে পূর্ণ করতে চান।

যীশুর জীবনকে দেখো

প্রথম

লূক ১:৩৫-এ স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিলেন,

“পবিত্র আত্মা তোমার ওপর আসবেন।”

পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট মরিয়মের গর্ভে ধারণ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়

লূক ৩:২১–২২-এ লেখা আছে, যখন সকল লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিল, তখন যীশুও বাপ্তিস্ম নিলেন। আর তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

লোকেরা বাপ্তিস্ম নিয়ে চলে গেলেও যীশু প্রার্থনায় স্থির রইলেন। তিনি প্রার্থনা করছিলেন, আর তখন স্বর্গ খুলে গেল এবং পবিত্র আত্মা পায়রার মতো তাঁর ওপর নেমে এলেন।

তৃতীয়

লূক ৪:১-এ বলা হয়েছে, যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে আত্মার পরিচালনায় মরুভূমিতে গেলেন। এরপর ৪:১৪ পদে দেখা যায়, তিনি আত্মার শক্তিতে ফিরে এসে ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তাঁর পরিচর্যা (ministry) শুরু করেন।

পিতা তাঁকে সীমাহীন অভিষেক দান করেছিলেন।

এই অভিষেকের গুরুত্ব

এই অভিষেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শেষ সময়ে ঈশ্বর তাঁর জনগণের ওপর বিশেষভাবে তাঁর আত্মা ঢেলে দিতে চান।

তিনি ঘোষণা করেছেন,

“আমি সমস্ত মানুষের ওপর আমার আত্মা ঢেলে দেব।”

প্রভু চান, তাঁর আত্মা যেন প্রবল বন্যার মতো আমাদের ওপর নেমে আসে। তাই আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত—

“প্রভু, আমাকে সেই অভিষেক দান করুন। আপনার পবিত্র আত্মায় আমাকে পূর্ণ করুন।”

যীশুর মহিমান্বিত পরিচর্যার গোপন রহস্য

যীশুর পরিচর্যা এত মহিমান্বিত ও শক্তিশালী ছিল কেন?

কারণ ছিল তাঁর অভিষেক।

লূক ৪:১৮-এ যীশু ঘোষণা করেছিলেন:

“প্রভুর আত্মা আমার ওপর আছেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে, ভগ্নহৃদয় দের সুস্থ করতে, বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দিতে, অন্ধদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে এবং অত্যাচারিত দের স্বাধীন করতে।”

এই অভিষেকই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল, শক্তি দিয়েছিল এবং তাঁর মাধ্যমে পিতার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছিল।

এই একই অভিষেক আমাদেরও পুনর্জাগরণের (Revival) জন্য প্রস্তুত করে।

ঈশ্বর আপনাকে যে কাজই অর্পণ করে থাকুন না কেন, তা সম্পন্ন করার জন্য আপনারও এই অভিষেক প্রয়োজন। তাই এই প্রার্থনা করুন:

“প্রভু, আপনার অভিষেক আমার প্রয়োজন। আপনার পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে সীমাহীন ভাবে পূর্ণ করুন।”

যীশু সীমাহীন অভিষেক লাভ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবন ও পরিচর্যার বিজয়ের গোপন রহস্য।

প্রতিদিন নতুন অভিষেক

আমাদের প্রতিদিন নতুন অভিষেকের প্রয়োজন।

গতকালের অভিষেক আজকের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রতিটি দিনের জন্য নতুন তেল, নতুন অনুগ্রহ এবং নতুন শক্তি দরকার।

ঈশ্বর প্রতিদিন অভিষেককে নতুন করে দেন। যারা তাঁর অপেক্ষায় থাকে, তাদের তিনি নতুন অনুগ্রহ ও নতুন শক্তি দান করেন।

তাই—

- ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করুন।
- তাঁর উপস্থিতিতে অপেক্ষা করুন।
- আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন।
- তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার ও পাওয়ার জন্য ক্ষুধার্ত থাকুন।

তরুণ হৃদয়ের প্রতি আহ্বান

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, তোমরা কি এই অভিষেকের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছ?

যদি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রার্থনা করো: “প্রভু, আপনার অভিষেক আমার প্রয়োজন। আমি আপনার মতো জীবনযাপন করতে চাই।”

তাহলে তিনি তোমাকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে তোমার জীবন উপচে পড়বে।

তখন তুমিও যীশুর মতো জীবনযাপন করবে, যীশুর মতো চলবে এবং তাঁর মহিমার জন্য উজ্জ্বলভাবে আলো ছড়াবে।

চাপের মধ্যে

প্রিয় বন্ধুরা! আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। “চাপের মধ্যে (Under Pressure)” নামে এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

প্রতি মাসে এই ধারাবাহিকে আমরা দেখি, কীভাবে কোনো কিছু চাপের মধ্য দিয়ে ভেঙে, গড়ে, পরিবর্তিত ও পরিশুদ্ধ হয়—এবং কীভাবে সেই প্রক্রিয়া তার মূল্য, উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

এই মাসে আমরা আলোচনা করব কীভাবে একটি মাটির হাঁড়ি (মাটির পাত্র) তৈরি হয়।

এক মুঠো কাদামাটি কখনোই এক রাতের মধ্যে সুন্দর একটি পাত্রে পরিণত হতে পারে না। তাকে তীব্র চাপ এবং দীর্ঘ রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। চলুন, সেই যাত্রাটি কেমন তা দেখি।

কীভাবে একটি মাটির পাত্র তৈরি হয়?

মৃৎশিল্প (Pottery) তামিলনাড়ুর সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর একটি, যার ইতিহাস ৫,০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো।

কী কী প্রয়োজন?

মাঠ বা পুকুরপাড়ের কাদামাটি, বালুমুক্ত বিশুদ্ধ কালো বা লাল মাটি, কুমোরের চাকা, পানি, নকশা করার সরঞ্জাম, পোড়ানোর চুল্লি (Kiln), খড়, জ্বালানি কাঠ।

তৈরির প্রক্রিয়া

১. মাটি প্রস্তুত করা: কাদামাটিকে দুই দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর এর মধ্যে থাকা পাথর ও কাঠির টুকরো সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর পা দিয়ে ভালোভাবে মাড়ানো হয়, যতক্ষণ না এটি মসৃণ হয় এবং এর ভেতরের বাতাসের বুদবুদ বেরিয়ে যায়। তখন এটি নরম খামিরের মতো হয়ে যায়।

২. মথে গোল করা: মাটিকে ভালোভাবে মথে একটি গোল বলের আকার দেওয়া হয়।

৩. চাকার ওপর বসানো: মাটির গোল বলটি ঘূর্ণায়মান কুমোরের চাকার ঠিক মাঝখানে বসানো হয়।

৪. পাত্রের আকার দেওয়া: কুমোর তাঁর আঙুল ও হাতের তালু দিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে মাটিকে একটি সুন্দর পাত্রের আকার দেন।

৫. পাত্রের গলা তৈরি করা: পাত্রের উপরের অংশটি বাইরের দিকে ভাঁজ করে গলার আকৃতি তৈরি করা হয়। এরপর আঙুলের সাহায্যে সূক্ষ্ম নকশা ও সৌন্দর্য যোগ করা হয়।

৬. চাকা থেকে আলাদা করা: পাত্রটির আকৃতি সম্পূর্ণ হলে একটি তারের সাহায্যে সেটিকে চাকা থেকে কেটে আলাদা করা হয় এবং একটি বোর্ডের ওপর রাখা হয়

শুকানো: পাত্রটিকে ছায়ায় ধীরে ধীরে দুই দিন শুকাতে দেওয়া হয়।

মসৃণ করা ও নকশা করা: পাত্রের গায়ে মসৃণ পাথর দিয়ে ঘষে চকচকে করা হয়। এরপর এর ওপর বিভিন্ন অলংকারমূলক নকশা ও ডিজাইন করা হয়।

চুল্লিতে পোড়ানো: সবশেষে, পাত্রগুলো খড় ও জ্বালানি কাঠসহ একটি চুল্লির (Kiln) ভেতরে সাজিয়ে রাখা হয় এবং ৮০০° সেলসিয়াস থেকে ১০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় আট ঘণ্টা পোড়ানো হয়। আগুন সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পরই সেগুলো বাইরে বের করা হয়।

মাটির পাত্র অত্যন্ত উপকারী। এগুলো খাবারকে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা রাখে, পুষ্টিগুণ বজায় রেখে অতিরিক্ত বাষ্প বের হতে সাহায্য করে এবং পানিতে ক্যালসিয়ামের মতো খনিজ উপাদানও যোগ করে। এর উপকারিতা সত্যিই অসংখ্য।

দেখছ তো, বন্ধুরা? কাদামাটির যাত্রার দিকে তাকাও! চাপ, আকৃতি দেওয়া এবং আগুনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণেই এটি একটি সুন্দর ও উপযোগী পাত্রে পরিণত হয়েছে।

একটি ভালো পাত্র তৈরি করতে হলে কাদামাটির সঠিক নমনীয়তা থাকতে হয়। যদি তা খুব নরম হয়, তবে পাত্রটি ভেঙে পড়ে। আর যদি খুব শক্ত হয়, তবে ফেটে যায়। তাই কুমোর তাঁর পা দিয়ে মাটি চেপে ও মথে উপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে আসেন।

ঠিক তেমনি, আমরা যদি খুব দুর্বলচিত্ত হই, তবে কঠিন পরিস্থিতি আমাদের ভেঙে দিতে পারে। আবার যদি হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, তবে আমরা শুধু নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তাই ঈশ্বর কুমোরের মতোই আমাদের জীবনে কখনো কখনো চাপের সময় আসতে দেন, যাতে আমরা আরও শক্তিশালী, স্থির এবং প্রস্তুত হয়ে উঠি। আর শেষ ফলাফল সবসময়ই মহিমান্বিত হয়।

যেমন কাদামাটি পাত্রে পরিণত হতে পানির প্রয়োজন হয়, তেমনি আমাদের রূপান্তরের জন্য পবিত্র আত্মা অপরিহার্য।

যেমন মসৃণ করার পাথর পাত্রের সঙ্গে ঘষা লেগে তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি জীবনের কিছু কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা আমাদের গড়ে তোলে এবং আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের চরিত্র প্রকাশ করে।

আর যেমন আগুনে পোড়ানোর পরই একটি মাটির পাত্র শক্ত ও টেকসই হয়, তেমনি আমরাও জীবনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অটল ও দৃঢ় হয়ে উঠি। তাই ঈশ্বর কখনো কখনো আমাদের জীবনে এমন কঠিন পরীক্ষার সময় আসতে দেন।

শেষ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের হাতে গড়া সুন্দর পাত্রে পরিণত হই, যা তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।

তাই বন্ধুরা, আসুন আমরা নিজেদের কুমোরের হাতে থাকা কাদামাটির মতো সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি।

(To be continued...)

আত্মার পরিশুদ্ধি গড়িমসি!

“পরে দেখব... কাল করব...”

এই মানসিকতা আজকের তরুণদের মধ্যে খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। প্রথমে এটি ছোট একটি অভ্যাস বলে মনে হলেও, ধীরে ধীরে এটি আমাদের অন্তরের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়, মানসিক চাপ ও অপরাধবোধ সৃষ্টি করে এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি জীবনের উদ্দেশ্যকেই দুর্বল করে দেয় এবং আমাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—

“আমি আসলে কেন বেঁচে আছি?”

যদিও এটি নিরীহ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গড়িমসি (কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস) ব্যক্তিগত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এবং জীবনের অনেক মূল্যবান সুযোগ হাতছাড়া করাতে পারে। এই মানসিকতা তৈরি করে আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া শত্রুর (শয়তানের) অন্যতম কৌশল। আজ আপনার এ থেকে মুক্তি প্রয়োজন।

গড়িমসির মূল কারণ প্রায়ই ভয় এবং সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব। আরেকটি বড় কারণ হলো প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে করতে চাওয়া—আর সেই কারণেই অনেক সময় কাজ শুরুই না করা।

আমাদের ঈশ্বর তাঁর নিখুঁত সময়ে সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। তাঁর সন্তান হিসেবে আমরাও আমাদের শৃঙ্খলা ও উৎকর্ষতার সঙ্গে কাজ করতে শিখতে হবে। তবে এটি মনে রাখো—যে প্রভু পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছকে আশীর্বাদ করে হাজার হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন, তিনিই তোমার ছোট্ট শুরুকেও আশীর্বাদ করতে পারেন। তুমি যা করতে পারো, তা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করলে তিনি যা তুমি করতে পারো না, তা সম্পূর্ণ করবেন। তুমি তোমার অংশ করো, আর ঈশ্বর তাঁর অংশ করবেন।

গড়িমসি (কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস) কাটিয়ে ওঠার উপায়

১. দেরির কারণ চিহ্নিত করুন

আপনি কোন কাজটি বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন, পিছিয়ে দিচ্ছেন বা পরে করার জন্য রেখে দিচ্ছেন—তা চিনে নিন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "কেন?"

২. আপনার মানসিকতা পরিবর্তন করুন

"পরে করব"—এই চিন্তার পরিবর্তে বলুন,

"কাজটি ছোট হলেও, আমি আজই শুরু করব।"

৩. আপনার উদ্দেশ্য মনে রাখুন

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য এবং যে কাজটি আপনি পিছিয়ে দিচ্ছেন, তার গুরুত্ব সবসময় মনে রাখুন।

৪. উদ্দেশ্যই কাজের প্রেরণা

যখন আপনি এই পদক্ষেপ গুলোর সঙ্গে প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য পাঠ যুক্ত করবেন, তখন ঈশ্বর আপনাকে প্রজ্ঞার সঙ্গে পথ দেখাবেন এবং সহজেই এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবেন।

ঈশ্বর আপনার মধ্যে অনেক প্রতিভা ও ক্ষমতা দিয়েছেন। যেহেতু সময় মন্দ, তাই আপনার সময়কে জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করুন। আপনার প্রতিভা গুলো ঈশ্বরের মহিমার জন্য ব্যবহার করুন।

প্রভু যীশু খুব শীঘ্রই আসছেন, এবং প্রত্যেককে তাঁর কাজ অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন।

পূর্ণ হওয়া পাত্রসমূহ

১. পাথরের কলস

কানার বিবাহ-অনুষ্ঠানে যীশু দাসদের বললেন, বাড়ির বাইরে রাখা ছয়টি পাথরের কলস পানি দিয়ে পূর্ণ করতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা মেনে কলসগুলো কানায় কানায় ভরে দিল।

যখন সেই পানি পরিবেশন করা হলো, তখন তা উৎকৃষ্ট স্বাদের দ্রাক্ষারসে (মদ) পরিণত হয়েছিল।

দাসরা কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন না করে যীশুর আদেশ পালন করেছিল বলেই সেই পাত্রগুলো অলৌকিক আশীর্বাদে পূর্ণ হয়েছিল (যোহন ২:৭)।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, একইভাবে আমরাও মাটির পাত্রের মতো। যদি আমাদের জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদে পূর্ণ হতে হয়, তবে আমাদের প্রভুর বাক্য অবিলম্বে পালন করতে শিখতে হবে। (পড়ুন: যোহন ২:১–৭)

২. ঝুড়ি

একটি পাহাড়ের ঢালে প্রচার করার পর যীশু জনতার প্রতি করুণা অনুভব করলেন এবং তাঁর শিষ্যদের তাদের খাবার দিতে বললেন। তখন শিষ্যরা একটি ছোট ছেলেকে দেখাল, যে আনন্দের সঙ্গে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তার পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ যীশুর হাতে তুলে দিল।

যীশু সেগুলো গ্রহণ করলেন, পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং শিষ্যদের লোকদের মধ্যে খাবার বিতরণ করতে বললেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও বারোটি ঝুড়ি অবশিষ্ট খাবারে পূর্ণ হয়ে গেল (যোহন ৬:১১)।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, দাউদ একবার বলেছিলেন, “আমার পানপাত্র উপচে পড়ছে।” এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অবিরাম প্রশংসা ও স্তব। আমরাও যখন প্রভুর প্রশংসা করি, তখন আমাদের জীবন তাঁর বাক্য ও তাঁর উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। (পড়ুন: যোহন ৬; গীতসংহিতা ৪৬)

৩. কলস

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ঈশ্বর ভাববাদী এলিয় কে সারিফতের একজন বিধবার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই বিধবার কাছে একটি কলসে অল্প কিছু আটা এবং সামান্য তেল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, এটিই হবে তাঁর মৃত্যুর আগে শেষ খাবার।

কিন্তু এলিয়র মাধ্যমে প্রভু তাঁকে একটি প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন বলে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ও তাঁর ছেলে রক্ষা পেলেন। সেই কলসের আটা ও তেল কখনো শেষ হয়ে যায়নি—বরং ক্রমাগত উপচে পড়তে থাকে (১ রাজাবলি ১৭:১৬)।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, আমরা যখন কোনো সন্দেহ, দুশ্চিন্তা বা নিরুৎসাহ ছাড়াই প্রভু ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস রাখি, তখন আমাদের জীবনও আত্মিক আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। (পড়ুন: ১ রাজাবলি ১৭:৮–১৬)

৪. তেলের পাত্র

একজন ভাববাদী মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী গভীর ঋণের মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি ভাববাদী ইলীশায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে তাঁর স্বামী প্রভুকে ভয় করতেন, কিন্তু এখন পাওনাদারেরা তাঁর দুই ছেলেকে দাস হিসেবে নিয়ে যেতে আসছে। ইলীশায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ঘরে কী আছে?” তিনি সততার সঙ্গে উত্তর দিলেন, “একটি ছোট পাত্রে সামান্য তেল ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।” ইলীশায়ের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনেক খালি পাত্র ধার করে আনলেন, দরজা বন্ধ করলেন এবং সেই পাত্রগুলোতে তেল ঢালতে শুরু করলেন। তেল প্রবাহিত হতে থাকল যতক্ষণ না প্রতিটি পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল। এরপর তিনি সেই তেল বিক্রি করে তাঁর সব ঋণ পরিশোধ করলেন এবং তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগলেন।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, আমরা যখন আন্তরিকভাবে আমাদের যা কিছু আছে তা প্রভুর কাছে নিয়ে আসি, তখন তিনি আমাদের আন্তরিকতা দেখেন। তিনি শুধু আমাদের জীবনই পরিপূর্ণ করেন না, আমাদেরকে ব্যবহার করে অন্যদের জীবনও আশীর্বাদে পূর্ণ করেন। (পড়ুন: ২ রাজাবলি ৪:১–৭)

সমাজের জন্য রুটি

কল্পনা করুন উনিশ শতকের (১৮০০-এর দশক) সেই সময়কে। তখন কোনো বিমান ছিল না। সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে জাহাজই ছিল একমাত্র ভরসা। যারা পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূরদেশে যেতেন, তাঁদের অনেকেই আর কখনও ফিরে আসতেন না। সেটি ছিল আত্মত্যাগ, অনিশ্চয়তা এবং অদম্য সাহসের এক যুগ।

সেই সময়ে এলেন আর্নল্ড নামে এক তরুণী, আরও চারজন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট নারীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) ঈশ্বরের সেবাকাজে অংশ নিতে আসেন। বিশের কোঠায় থাকা এই পাঁচজন নারী নিজেদের ঘরের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এমন মানুষের মাঝে সুসমাচার প্রচার করতে এসেছিলেন, যারা প্রকৃত উপাসনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না—বিশেষ করে নারীদের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচয় তুলে ধরার জন্য।

ঈশ্বরের আহ্বান

যদিও এলেন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পরিবার ১৮৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহরে চলে যায়। সেখানে তিনি একজন শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতেন। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর মিশনের পঞ্চানন বিশ্বাস নামে একজন ব্যক্তি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া সফর করেন এবং সেখানকার গির্জাগুলোকে ভারতের জন্য নারী মিশনারি পাঠানোর আহ্বান জানান। তাঁর সেই আবেদনই এলেনের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের নিশ্চিত প্রমাণ হয়ে ওঠে।

জ্বলন্ত হৃদয়ের প্রত্যাবর্তন

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর ১৮৮২ সালে এলেন ফরিদপুরে পৌঁছান এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় ভাষা শেখা শুরু করেন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থতার কারণে ১৮৮৪ সালে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যেতে হয়।

তবুও খ্রীষ্টের সেবা করার যে আগুন তাঁর হৃদয়ে জ্বলছিল, তা কখনো নিভে যায়নি। নতুন উদ্যম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি ১৮৮৫ সালে আবার বাংলায় ফিরে আসেন। এবার তাঁর সঙ্গে আরও চারজন নারী মিশনারি যোগ দেন। যিশু খ্রীষ্ট পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে অসংখ্য মানুষকে খাওয়ানোর অলৌকিক ঘটনার স্মরণে, এই পাঁচজন নারী স্নেহভরে পরিচিত হন:

পাঁচটি যবের রুটি

তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন, বিশেষ করে নারীদের সঙ্গে বসে কথা বলতেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতেন, পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন এবং ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ের দরজা ঈশ্বরের সত্যের প্রতি উন্মুক্ত হতে শুরু করত।

সেবার জন্য নিবেদিত একটি জীবন

এলেন ফরিদপুরে চিকিৎসা, শিক্ষা এবং নির্মাণমূলক সেবাকাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কুমিল্লায় গিয়ে একটি নতুন মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি পাবনা এবং আতাইকুলায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা চালিয়ে যান। তিনি নিরন্তর সুসমাচার প্রচার করেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষের কল্যাণে হাসপাতাল নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আত্মত্যাগপূর্ণ সেবার জন্য স্থানীয় মানুষ তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ১৯৩০ সালে তিনি অল্প সময়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার আতাইকুলায় ফিরে আসেন। ১৯৩১ সাল থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের সেবার পথে অবিচল ছিলেন।

এলেন আর্নল্ড সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য

- ১৮৮২ সালের অক্টোবর মাসে সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি তাঁকে ভারতের ফরিদপুরে পাঠায়।
- তিনি ছিলেন ভারতের নারী মিশনারিদের জন্য পথপ্রদর্শক এক অগ্রদূত।
- স্থানীয় নারীদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল বিশেষ ভার ও দায়িত্ববোধ।
- কঠিন কষ্ট, রোগব্যাধি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও তিনি বারবার ফিরে এসে সেবাকাজ চালিয়ে গেছেন।
- তিনি ভারতে ৪৯ বছর ধরে নিরলস মিশনারি সেবা করেছেন।
- মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ তিনটি শব্দ ছিল:

"তাদের বলো, তারা যেন সুসমাচার প্রচার করে।"

আজকের তরুণদের প্রতি একটি আহ্বান

এই নারীরা ছিলেন একেবারেই সাধারণ মানুষ। তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁদের কোনো বড় পার্থিব ক্ষমতা বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। আর সেই আত্মসমর্পণের কারণেই ঈশ্বর তাঁদের শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

আজও প্রভু একই প্রশ্ন করছেন: কে যাবে? কে কথা বলবে?

কে এই প্রজন্মের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেবে?

এক শতাব্দী আগে ঈশ্বর সেই নারীদের আহ্বান করেছিলেন।
আজ... তিনি আপনাকেই আহ্বান করছেন।
আপনি কি তাঁর সেবার জন্য প্রস্তুত?

Heart Beat

যখন পাপ কারাগারে পরিণত হয়

আমি উটির (Ooty) পড়াশোনা শেষ করেছি এবং বর্তমানে চেন্নাইয়ের একটি আইটি কোম্পানিতে কাজ করছি। একসময় আমি ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান ছিলাম এবং পবিত্র জীবন যাপন করতাম। কিন্তু এখন কিছু বন্ধুত্ব, ভুল সম্পর্ক এবং মোবাইল ফোনের আসক্তির কারণে আমি অশালীন বিষয়বস্তু দেখার দাসে পরিণত হয়েছি। আগে আমি ঈশ্বরের সেবা করতাম, কিন্তু এখন গভীর পাপে ডুবে গেছি। অনেকবার ক্ষমা চাইতে ও অনুতপ্ত হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই বদলায়নি। মনে হয় আমি যেন স্থায়ীভাবে আটকে গেছি। রাতের শিফটে কাজ করা এবং সকালবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে কাটানো আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সম্প্রতি একটি প্রশ্ন আমাকে বারবার তাড়া করে বেড়াচ্ছে—
“যদি আমি এখনই হঠাৎ মারা যাই, তাহলে কোথায় যাব?”
আমার ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ বলে—
“নিশ্চয়ই নরকে।”
কিন্তু... আমার জন্য কি এখনও কোনো আশা আছে?

— রঘু, উটি।

তোমার কষ্টের কথা পড়ে সত্যিই দুঃখ লাগছে। একসময় তুমি ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে তাঁর সেবা করতে, কিন্তু এখন নিজেকে পাপের গভীর খাদে আটকে ও অসহায় মনে হচ্ছে—এটি সত্যিই হৃদয়বিদারক।

কিন্তু রঘু, তুমি যত গভীর পাপের খাদেই পড়ে থাকো না কেন, যীশুর উদ্ধারকারী হাত তোমাকে তুলে আনার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্যই আশা আছে।

তোমার যা করতে হবে তা হলো—তুমি যেখানেই থাকো না কেন, নিজেকে যত গভীর অন্ধকারেই অনুভব করো না কেন, শুধু যীশুর নাম ধরে তাঁকে ডাকো। তিনি তোমার কাছে আসতে, তোমার পাশে দাঁড়াতে, তোমাকে সাহায্য করতে এবং তোমাকে সেই অবস্থা থেকে তুলে আনতে সক্ষম।

হয়তো তুমি বারবার পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার মনে হতে পারে—

“আমি আর কতবার ক্ষমা চাইব? আর কতবার অনুতপ্ত হব?”

এই ক্লান্তি ও অপরাধবোধই হয়তো তোমাকে পিছিয়ে রাখছে। কিন্তু শোনো—তুমি যখন আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকবে, তখন এখনও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

তোমার ভেতরে যে পাপের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা আছে, সেটিই প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সেই ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে রেখেছেন। অনেক মানুষ পাপের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেটাকে উপভোগ করে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। কিন্তু তুমি যে বেরিয়ে আসতে চাও, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

এখন এভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করো—“হে যীশু, আমি আর এই পাপের খাদে থাকতে চাই না। দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে তুলে নিন।” তুমি যদি আন্তরিকভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো, তবে মুক্তি অবশ্যই আসবে।

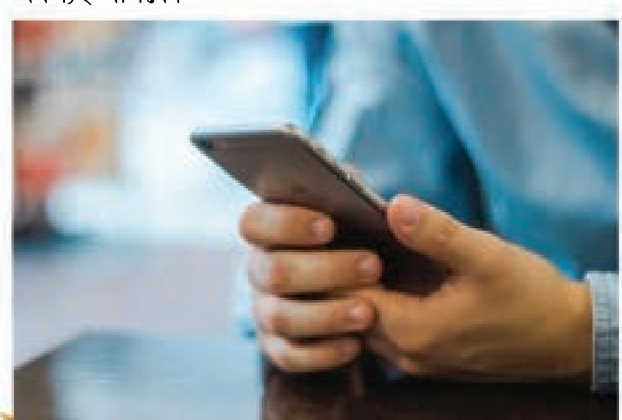

যীশু যখন আপনাকে মুক্ত করেন, তখন সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ যেসব বিষয় আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে:

- রাতে দেরি করে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজন হলেই কেবল ফোন চার্জ দিন।
- যদি ভিডিও দেখা আপনার প্রধান দুর্বলতা হয়, তাহলে তা বন্ধ করার জন্য সচেতন ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিন।
- সব অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ মুছে ফেলুন—বিশেষ করে যেগুলো শুধু ভিডিও দেখার জন্য ডাউনলোড করেছিলেন।
- যেসব বন্ধু আপনাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তাদের যোগাযোগ (কন্টাক্ট) ব্লক করুন।
- অপ্রয়োজনীয় গ্রুপগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন।
- WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat—অথবা এমন যেকোনো প্ল্যাটফর্ম আনইনস্টল করুন যা আপনাকে প্রলোভনের দিকে নিয়ে যায়।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দীর্ঘ সময় একা থাকবেন না। একাকীত্ব প্রায়ই অনেক পাপের দরজা খুলে দেয়।

আরও ভালো অভ্যাস গড়ে তুলুন:

- আপনার আইটি (IT) ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে (Training Program) ভর্তি হন।

- আপনার কাজের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কোন প্রশিক্ষণ সবচেয়ে উপকারী হতে পারে তা খুঁজে বের করুন এবং প্রয়োজনে আপনার HR টিমকেও সে বিষয়ে পরামর্শ দিন।
- ভিডিও দেখার পরিবর্তে বই পড়া, পড়াশোনা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অনলাইন কোর্সের দিকে মনোযোগ দিন।
- নিজেকে সবসময় ব্যস্ত ও উৎপাদনশীল রাখুন—এতে স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ গড়ে উঠবে।

আপনি যখন পবিত্রতার পথে চলবেন, তখন আপনার জীবনে নতুন আনন্দ ও আত্মবিশ্বাসের অভিজ্ঞতা আসবে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি আপনাকে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই এই পদক্ষেপ গুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন। নিজেকে রক্ষা করুন এবং আবার সেই গর্তে না পড়ে বিজয়ের পথে চলুন। আপনার জীবন যেন পবিত্রতা ও বিজয়ে পরিপূর্ণ হয়!

"যিনি তোমাদের পতন থেকে রক্ষা করতে এবং অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে তাঁর মহিমাময় উপস্থিতিতে নির্দোষরূপে উপস্থিত করতে সক্ষম—তাঁরই কাছে আহ্বান কর; আর তোমরা জয়ী হবে!"
— যিহূদা ১:২৪

বাইবেল অন্বেষণ

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা বিশ্বাস করি, গত মাসে আপনারা যিহোশূয়, বিচারকর্তৃবৃন্দ এবং রূথ বই নিয়ে ধ্যান করেছেন। এই মাসে চলুন ১ ও ২ রাজাবলি এবং ১ ও ২ বংশাবলি বইয়ের পটভূমি সম্পর্কে জানি।

এই বইগুলো ইস্রায়েল রাজ্যের উত্থান, বিভক্তি, অধঃপতন এবং পতনের ইতিহাস তুলে ধরে। এগুলো একসঙ্গে ইস্রায়েলের রাজতান্ত্রিক যুগের ঐতিহাসিক ও আত্মিক চিত্র উপস্থাপন করে এবং দেখায়, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য বা অবাধ্যতা কীভাবে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে।

১ ও ২ রাজাবলি

এই কাহিনি শুরু হয় রাজা দাউদের রাজত্বের শেষ সময় থেকে। শলোমনের শাসনামলে রাজ্য জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং মন্দির-উপাসনায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। কিন্তু শলোমনের মৃত্যুর পর রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—

- ইস্রায়েল (উত্তর রাজ্য)
- যিহূদা (দক্ষিণ রাজ্য)

পরবর্তী অধিকাংশ রাজা জনগণকে মূর্তিপূজা ও নৈতিক অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করেন। এই অন্ধকার সময়ে এলিয় ও ইলীশায়-এর মতো নবীরা জনগণকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু অবিরাম পাপের কারণে শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েল অশূরের হাতে পরাজিত হয় এবং পরে যিহূদা বাবিলে বন্দী হয়ে যায়।

এই বইগুলোর মূল বার্তা:

ঈশ্বরের সঙ্গে করা চুক্তি ভঙ্গ করলে বিচার অবশ্যম্ভাবী।

১ ও ২ বংশাবলি

অন্যদিকে, বংশাবলি বইগুলো নির্বাসনের পর লেখা হয়েছিল। এগুলো একই ইতিহাস নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনরায় বর্ণনা করে। এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—

- যিহূদা রাজ্য
- মন্দির
- দাউদের বংশধারা

প্রধান ব্যক্তিবর্গ

দাউদ, শলোমন, রহবিয়াম, যারবিয়াম, আসা, যিহোশাফট, হিষ্কিয়, যোশিয়, এলিয়, ইলীশায়, যিশাইয়, আহাব, ঈষেবল

বংশাবলি বইয়ের লেখক বিশেষভাবে সেই সব রাজাদের ওপর জোর দিয়েছেন, যারা ঈশ্বরকে সম্মান করেছিলেন—যেমন দাউদ, শলোমন, হিষ্কিয় ও যোশিয়। অন্যদিকে, রাজাবলি বইয়ে যেসব ব্যর্থতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বংশাবলি বইয়ে সেগুলোর অনেকগুলো সংক্ষেপে বলা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলোর মূল বিষয় হলো উপাসনা, মন্দিরের পুনঃস্থাপন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে করা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা।

প্রধান ঘটনাবলি

১. শলোমনের মন্দির নির্মাণ

(১ রাজাবলি ৫–৮; ২ বংশাবলি ২–৭)

৩. যারবিয়ামের মূর্তিপূজা

(১ রাজাবলি ১২–১৩)

২. রাজ্যের বিভক্তি

(১ রাজাবলি ১২; ২ বংশাবলি ১০)

- ইস্রায়েল (উত্তর রাজ্য) — ১০টি গোত্র
- যিহূদা (দক্ষিণ রাজ্য) — ২টি গোত্র

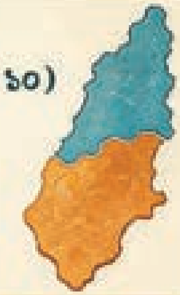

৪. এলিয়ের অলৌকিক কাজসমূহ

- বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। (১ রাজাবলি ১৭:১)
- আটা ও তেলের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেতে দেননি। (১ রাজাবলি ১৭:৮–১৬)
- খরার পরে আবার বৃষ্টি নামিয়ে আনেন। (১ রাজাবলি ১৮:৪১–৪৫)
- বিধবার মৃত পুত্রকে জীবিত করেন। (১ রাজাবলি ১৭:১৭–২৪)
- কর্মিল পর্বতে স্বর্গ থেকে আগুন নামান। (১ রাজাবলি ১৮:৩০–৩৮)
- আহাবের রথের আগে দৌড়ে যান। (১ রাজাবলি ১৮:৪৬)
- আগুন নেমে এসে সৈন্যদের গ্রাস করে। (২ রাজাবলি ১:৯–১২)
- যর্দন নদী দ্বিখণ্ডিত করেন। (২ রাজাবলি ২:৭–৮)
- ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। (২ রাজাবলি ২:১১)

৫. ইলীশায়ের অলৌকিক কাজসমূহ

- যর্দন নদী দ্বিখণ্ডিত করেন। (২ রাজাবলি ২:১৩–১৪)
- বিষাক্ত জল শুদ্ধ করেন। (২ রাজাবলি ২:১৯–২২)
- বিধবার তেল বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। (২ রাজাবলি ৪:১–৭)
- অল্প খাদ্যে ১০০ জনকে খাওয়ান। (২ রাজাবলি ৪:৪২–৪৪)
- শূনেমীয় নারীর মৃত পুত্রকে জীবিত করেন। (২ রাজাবলি ৪:৩২–৩৭)
- ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করে এক মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে ওঠে। (২ রাজাবলি ১৩:২০–২১)
- বিষাক্ত ঝোল খাওয়ার উপযোগী করে তোলেন। (২ রাজাবলি ৪:৩৮–৪১)
- নামানকে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ করেন। (২ রাজাবলি ৫:১–১৪)
- গেহজিকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার বিচার দেন। (২ রাজাবলি ৫:২০–২৭)
- ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে মোয়াব পরাজিত হয়। (২ রাজাবলি ৩:১৬–২৫)
- কুঠারের লোহার ফলাকে জলে ভাসিয়ে তোলেন। (২ রাজাবলি ৬:১–৭)
- শত্রুর গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। (২ রাজাবলি ৬:৮–১২)
- তাঁর দাসের চোখ খুলে স্বর্গীয় সৈন্যবাহিনী দেখান। (২ রাজাবলি ৬:১৭)
- শত্রুসৈন্যদের অন্ধ করেন এবং পরে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। (২ রাজাবলি ৬:১৮–২৩)

৬. ইস্রায়েলের পতন

(২ রাজাবলি ১৭)

৭. হিষ্কিয়ের প্রার্থনা ও উদ্ধার

(২ রাজাবলি ১৮–১৯; ২ বংশাবলি ২৯–৩২)

৮. যোশিয়ের সংস্কার ও পুনর্জাগরণ

(২ রাজাবলি ২২–২৩; ২ বংশাবলি ৩৪–৩৫)

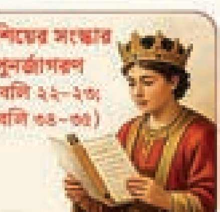

৯. যিহূদার পতন ও বাবিলে নির্বাসন

(২ রাজাবলি ২৪–২৫; ২ বংশাবলি ৩৬)

আসুন, আমরা প্রার্থনা করি!! জুন ২০২৬

শিশু ও শিক্ষা

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন দারিদ্র্যের কারণে যেসব শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, সেই লক্ষ লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ যেন প্রভু রক্ষা করেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হোক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও উন্নত হয়ে উঠুক।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ, বই এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি দেশ যেন শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে। পরিবার গুলোর আয় বৃদ্ধি পাক, যাতে তারা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন আমাদের দেশে এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় যেখানে অনেক পরিশ্রমী ও যোগ্য শিক্ষার্থী চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ হারায়। দুর্নীতি ও অন্যায় ভর্তি ব্যবস্থা বন্ধ হোক এবং প্রত্যেক যোগ্য শিক্ষার্থী ন্যায্যভাবে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করুক।

সরকারি হাসপাতাল

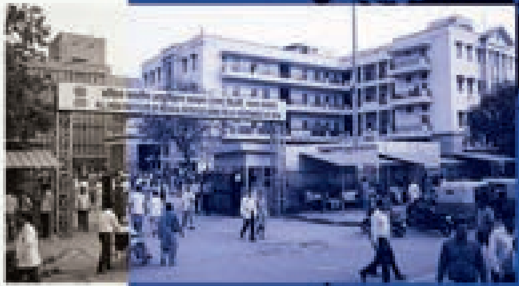

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন সরকারি হাসপাতালগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আধুনিক চিকিৎসা-সুবিধা এবং যথাযথ সেবায় সমৃদ্ধ হয়। দক্ষ চিকিৎসকেরা যেন সহানুভূতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা প্রদান করেন। শিশু অপহরণ, সহিংসতা ও চুরির মতো অন্যায় সম্পূর্ণরূপে দূর হোক। হাসপাতালের সকল কর্মচারী যেন সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের যৌন নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। যে সব মন্দ কাজ মানুষের মধ্যে পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে, সেগুলো যেন উপড়ে ফেলা হয়। যারা শিশুদের ক্ষতি করে, তারা যেন অনুতপ্ত হয়ে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন শিশু অপহরণ, শিশু পাচার এবং শিশুদের জোরপূর্বক অপরাধ বা শোষণের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার মতো অপরাধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। শিশুদের

শোষণের অবসান ঘটুক। ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের উদ্ধার করা হোক, তারা যেন সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুরক্ষিত থাকে।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন বিদ্যালয় গুলোতে যৌন হয়রানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পরিবহন-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। প্রত্যেক শিশু যেন নিরাপদ থাকে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব—অনাগত শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ মানুষ পর্যন্ত—হ্রাস পায়। শ্বাসতন্ত্রের রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমে যাক এবং নবজাতক ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত হোক।

▶ আসুন আমরা আমাদের দেশ ভারতের জন্য প্রার্থনা করি, যা বায়ুদূষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। দিল্লি, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মতো অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসুক এবং দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকুক।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন বিশ্বের সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করে | বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এবং মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুক।

শিশু ও সমাজ

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন শিশুরা অপরাধ থেকে দূরে থেকে সঠিক পথে চলতে শেখে। সব ধরনের বদঅভ্যাস, সহিংস চিন্তাভাবনা এবং খারাপ সঙ্গ দূর হোক। বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো এমন স্থান হয়ে উঠুক, যেখানে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং ঈশ্বরভীরু চরিত্র গড়ে ওঠে।

▶ আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন তরুণ-তরুণীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, চলচ্চিত্র এবং ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রভাবের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এবং আমাদের দেশে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার আলো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হোক।

২১ জুন পিতৃ দিবস

পিতৃ দিবস ১৯১০ সালের ১৯ জুন থেকে উদযাপিত হয়ে আসছে। এর সূচনা করেন আমেরিকান নারী সোনোরা স্মার্ট ডড। তিনি ছোটবেলায় মাকে হারানোর পর তাঁর পিতার স্নেহ ও ত্যাগে বড় হন। পিতার সেই আত্মত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতেই তিনি পিতৃ দিবস উদযাপনের ধারণা প্রচলন করেন।

- একজন পিতা এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের কষ্ট, সংগ্রাম ও দায়িত্বের বোঝা প্রকাশ না করেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করেন। মায়ের পরে আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ প্রায়ই আমাদের পিতাই হন।
- একজন পিতার ভালোবাসা সব সময় মায়ের কোমল স্নেহের মতো প্রকাশ না পেলেও, তিনিই আমাদের অন্তর থেকে শক্তি জোগান এবং সাহসের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত করেন।
- একজন পিতা আমাদের সঠিক ও ভুলের পার্থক্য শেখান এবং প্রজ্ঞা ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। যতদিন তাঁর আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথার ওপর থাকে, ততদিন আমরা নিরাপদ ও নির্ভয় বোধ করি।
- তিনি নিজের দুঃখ-কষ্ট নীরবে বয়ে বেড়ান, কিন্তু সর্বদা তাঁর পরিবারের জীবনে আনন্দ ও সুখ এনে দেওয়ার জন্য নিরলস চেষ্টা করেন।
- যে প্রত্যেক পিতা দায়িত্বশীলভাবে তাঁর পরিবারকে পরিচালনা করেন এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিচয় দেন, তিনি সারা বছর সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজে একজন পিতার ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান এবং অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক সন্তানের উচিত তার পিতাকে ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

"ধার্মিক ব্যক্তি সততার পথে চলাফেরা করে; তার পরে তার সন্তানেরা ধন্য হয়।"

— হিতোপদেশ ২০:৭